উড়োজাহাজে মানুষের বাস

উড়োজাহাজকে যদি কেউ বাড়ি-ঘর বানিয়ে ফেলেন তবে? শুনতে আশ্চর্যজনক হলেও এমন মানুষ সত্যিই আছেন, যারা পরিত্যক্ত উড়োজাহাজে বসবাস করছেন কিংবা করেছেন।

এমনই একজন জো অ্যান আসারি। আগুনে নিজের ঘর পুড়ে যাওয়ার পর এই নারীর মাথায় অদ্ভুত এক পরিকল্পনা খেলে যায়। পুরোনো ও পরিত্যক্ত একটি বোয়িং ৭২৭ উড়োজাহাজ কিনে নেন তিনি। তারপর জাহাজে করে নিজের জমিতে নিয়ে আসেন তিনি এটাকে। ছয় মাস এটাকে বসবাস করার উপযোগী জন্য খাটলেন। অন্যদের কিছু সাহায্য প্রয়োজন হলেও বেশির ভাগ কাজ করলেন নিজেই।

কাজ শেষে দেখা গেল চমৎকার একটি উড়োজাহাজ-বাড়ির মালিক হয়ে গেছেন তিনি। এখানে আছে ১ হাজার ৫০০ বর্গমিটার লিভিং স্পেস, তিনটি শোওয়ার ঘর ও দুটি বাথরুম। ককপিটের জায়গায় একটি হটটাব। সব মিলিয়ে তার খরচ হয় ৩০ হাজার ডলারের নিচে (এখনকার হিসাবে বড়জোর ৬০ হাজার ডলার)।

মিসিসিপির বেনোয়েটের রূপচর্চাকর্মী আসারির উড়োজাহাজের সঙ্গে পেশাগত কোনো সংযোগই ছিল না। প্রথমে তার দেবরের, যিনি ছিলেন একজন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার, পরামর্শ অনুসরণ করেছিলেন। তিনি ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত উড়োজাহাজটিতে বাস করেন। পরে প্রদর্শনের জন্য অন্য একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সময় ট্রাক থেকে পড়ে যাওয়ায় অপূরণীয় ক্ষতি হয় তার এই আশ্চর্য বাসস্থানের।

অবশ্য তিনি উড়োজাহাজে বসবাসকারী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন না। এদিকে তার উড়োজাহাজবাড়িতে থাকার বিষয়টি অন্যদের অনুপ্রেরণা জোগায়। ৯০ দশকের শেষের দিকে প্রাইভেট পাইলট বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী ব্রুস ক্যাম্পবেল, তার গল্প শুনে উৎসাহী হন।

ক্যাম্পবেল যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগনের হিলসবোরোর জঙ্গলে পরিত্যাক্ত বোয়িং ৭২৭ উড়োজাহাজটিতে ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাস করছেন। এর জন্য জো অ্যানের প্রতি কৃতজ্ঞ বলে জানান তিনি। এই উড়োজাহাজ কেনা এবং একে বাড়িতে রূপান্তরে মোটমাট খরচ হয় ২ লাখ ২০ হাজার ডলার। গ্রিসের অলিম্পিক এয়ারওয়েজের উড়োজাহাজ ছিল সেটি। বেশ পুরোনো ধাঁচের হওয়ায় বাড়ি হিসেবে এটা ততটা উপযোগী ছিল না।

ক্যাম্পবেলকে বসবাস করার আগে কয়েক বছর ধরে কাজ করতে হয়েছিল। তবে প্রবল শীতের সময় এখানে থাকাটা কঠিন বলে ওই সময়টা জাপানের মিয়াজাকির নিজের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টটায় থাকতেন। তবে মহামারির সময় পরিস্থিতিটা একটু কঠিন হয় পড়ায় বছরভর ৭২৭ উড়োজাহাজটিতে থাকতে শুরু করেন।

একটা উড়োজাহাজে মানুষ থাকে খবরটাই যদি আপনার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়, তখন দুটি উড়োজাহাজে কেউ বাস করেন শুনলে কেমন লাগবে? আর এমনই পরিকল্পনা জো এক্সলাইনের। তার দুটি পরিত্যাক্ত উড়োজাহাজ আছে। একটি এমডি৮০, অপরটি ডিসি৯। টেক্সাসের ব্রুকশায়ারে নিজের জায়গায় এগুলো স্থাপন করেছেন। ২০১১ সালে স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকে গত এক যুগ ধরে মিড৮০ উড়োজাহাজটিকে বাড়িতে রূপান্তর করে এতে বসবাস করছেন তিনি। এখন ডিসি৮ উড়োজাহাজটি সংস্কার করে মুভি থিয়েটার ও মিউজিক রুমে রূপান্তরের কথা ভাবছেন।

কয়েক বছর ক্যাম্পবেলের সন্তানেরাও উড়োজাহাজটিতে থেকেছেন। 'বাচ্চারা এখন চলে গেছে, তাই এখানে কেবল আমিই থাকি।' বলেন তিনি 'আমার মাস্টার বেডরুম ১০ ফুট বাই ১৮ ফুট। শোওয়ার ঘর হিসেবে নেহাত খারাপ নয়। এখানে দুটি টিভি বসিয়েছি, চারপাশে হাঁটার জন্য প্রচুর জায়গা আছে। আমার বসার ঘরটির আকারও ভালো। ডাইনিং রুমে চারটি বসার আসন আছে। অনেক মানুষ বেড়াতে এলেও রান্নাঘরে পর্যাপ্ত খাবার রান্না করতে পারি। আমার একটি শাওয়ার আর একটি টয়লেটও আছে। একটা জিনিসই আমার কাছে নেই, তা হলো খোলা জানালা।' তিনি জানান, কেবল তাজা বাতাস ভেতরে প্রবেশ করাতে বিমানের দরজা খোলেন।

উড়োজাহাজকে বাড়িতে রূপান্তরে আরও কিছু বিখ্যাত উদাহরণও আছে। একটি বোয়িং ৩০৭ স্ট্রেটোলাইনারকে বিপুল অর্থ খরচ করে ধনকুবের এবং চিত্রপরিচালক হাওয়ার্ড হিউজ 'উড়ন্ত পেন্টহাউসে' পরিণত করেছিলেন। একটি ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আরেক কাণ্ড করেন। বিপুল পরিবর্তন এনে একে একটি মোটরইয়ট বা ছোটখাটো প্রমোদতরিতে রূপান্তর করেন। ৮০-র দশকে ফ্লোরিডার বাসিন্দা ডেভ ড্রিমার এটা কিনে সংস্কার করেন এবং নাম দেন 'কসমিক মাফিন'। তিনি ২০ বছর উড়োজাহাজ-জাহাজের এই হাইব্রিড বা শংকরে বাস করেন। ২০১৮ সালে ফ্লোরিডা এয়ার মিউজিয়ামে দান করেন এটি।

মার্কিন কান্ট্রি সিংগার রেড লেন, যিনি একসময় উড়োজাহাজের মেকানিক ছিলেন, কয়েক দশক ধরে একটি ডিসি৮ উড়োজাহাজে থাকেন। ২০১৫ সালে মারা যাওয়া এই শিল্পী ২০০৬ সালের এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেন, 'কখনো আমার এখানে ঘুম ভেঙে মনে হয়নি অন্য কোথাও থাকলে ভালো হতো।'

কেউ যদি এ ধরনের উড়োজাহাজ বাড়িতে একটি কি দুটি রাত কাটাতে চান,

তাদের জন্য উড়োজাহাজ-হোটেলের মাধ্যমে সেই শখ মেটানোর সুযোগ আছে। যেমন কোস্টারিকার কোস্টা ভার্দে হোটেলে আপনি বোয়িং ৭২৭-এ থাকার সুযোগ পাবেন। মজার ঘটনা হলো, এটা জঙ্গলের মধ্যে। এখান থেকে সাগরও দেখতে পারবেন। সুইডেনের জাম্বো স্টে হলো বোয়িং ৭৪৭-এর মধ্যে তৈরি একটি হোটেল। শুধু পার্টির জন্য একটি উড়োজাহাজ পেতে চাইলে যেতে পারেন ইংল্যান্ডের লন্ডনের ১০০ মাইল পশ্চিমে কস্টওয়ল্ড এয়ারপোর্টে। সেখানে ২২০ জন মানুষ ধারণক্ষমতার একটি বোয়িং ৭৪৭ উড়োজাহাজকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়।

যে শহরের প্রতিটি বাড়িতেই আছে উড়োজাহাজ

গল্পটি এমন এক শহরের, যেখানকার প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ছোট উড়োজাহাজ বা প্লেন আছে। গাড়ির গ্যারেজ যেমন খুব পরিচিত একটি বিষয়, ওই শহরে উড়োজাহাজের হ্যাঙ্গারও তেমনি। এমনকি সেখানে গাড়ির পাশাপাশি রাস্তায় দেখা পাবেন উড়োজাহাজের।

শুনতে যতই অস্বাভাবিক লাগুক, এমন শহর সত্যি আছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের ওই এলাকার নাম ক্যামেরন এয়ারপার্ক স্টেটস। এখানে প্রত্যেকেই তাদের বাড়ির সামনে উড়োজাহাজে চেপে চলে আসতে পারেন। এই আজব শহরের ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ আলোড়ন তুলেছে।

শহরটির নকশাই করা হয়েছে পাইলটদের কথা ভেবে। একটি বিমানবন্দর ঘিরেই গড়ে তোলা হয়েছে শহরটি, যেন পাইলটেরা সেখান থেকে সহজে বাড়িতে আসতে এবং বাড়ি থেকে কোথাও যেতে পারেন। অফিসে কিংবা বেড়াতে গেলে তাদের বড় ভরসা এই উড়োজাহাজ।

এ রকম শহরের গোড়াপত্তন কিভাবে হলো তা জেনে নেওয়া যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রে অনেক এয়ারফিল্ডই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। পাইলটের সংখ্যা ১৯৩৯ সালে যেখানে ছিল ৩৪ হাজার, ১৯৪৬ সালে তা বেড়ে হয় ৪ লাখ। সিভিল অ্যাভিয়েশন অথোরিটি দেশজুড়ে আবাসিক এয়ারফিল্ড গড়ে তোলার প্রস্তাব দিল। উদ্দেশ্য অব্যবহৃত এয়ারফিল্ডগুলো কাজে লাগানো এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক পাইলটদের একটি ভালো ব্যবস্থা হওয়া। তাই এমন সব বসতি গড়ে উঠল, যেখানে সবাই কোনো না কোনোভাবে উড়োজাহাজ চালনার সঙ্গে সম্পর্কিত।

পৃথিবীতে এ ধরনের কয়েক শ এয়ারপার্ক থাকলেও ক্যামেরন এয়ারপার্ক এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগিয়েছে। ১৯৬৩ সালে গড়ে ওঠা এই শহরে ১২৪টি বাড়ি আছে।

ক্যামেরন পার্ক এয়ারপোর্টের একসময়কার ম্যানেজার কুকসি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, এয়ারপার্কের রাস্তাগুলো এয়ারপোর্টের রানওয়ে থেকে চওড়া। কারণ রানওয়েতে কেবল উড়োজাহাজই চলে। অন্যদিকে উড়োজাহাজ ও গাড়ি যেন পাশাপাশি নিরাপদে একে অপরকে অতিক্রম করে যেতে পারে, সেটা মাথায় রেখেই এখানকার রাস্তার নকশা করা।

এখানকার রাস্তার সাইন ও ডাকবাক্সগুলো বেশ নিচু করে বানানো, সেটা এমনকি তিন ফুটের নিচে। এর কারণ হলো উড়োজাহাজের ডানার সঙ্গে যেন এগুলোর সংঘর্ষ না হয়। রাস্তার নামগুলো উড়োজাহাজের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কযুক্ত। যেমন বোয়িং রোড, সেসনা ড্রাইভ ইত্যাদি। এখানকার বাসিন্দাদের কাছে রিমোট থাকে, যেটা দিয়ে বৈদ্যুতিক গেট খুলে বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে পারেন তারা।

২০০৩ সালে বে এরিয়া থেকে ক্যামেরন এয়ারপার্ক এস্টেটসে ঘাঁটি গাড়েন বার্ল স্ক্যাগস। একটা কারণ, এখানকার বাড়ির দাম তখন বেশ কম ছিল, তবে আসল কারণ তার একটা ব্যক্তিগত প্লেন আছে আর ক্যামেরনের প্রতিটি বাড়ির সঙ্গেই বড়সড় হ্যাঙ্গার আছে। চাকরি থেকে অবসর নেওয়া পর্যন্ত পরের সাত বছর এই প্রকৌশলী পালো আল্টোতে নিজের কর্মস্থলে যেতেন উড়োজাহাজে। 'আড়াই-তিন ঘণ্টা গাড়ি চালানোর বদলে ৩৫-৪০ মিনিটেই উড়োজাহাজে দূরত্ব অতিক্রম করতে পারতাম,' স্ক্যাগস বলেন, 'এখন আর কর্মস্থলে যেতে না হলেও এখনো একটি প্লেন আছে আমার।'

'এখান থেকে অন্য কোনো বিমানবন্দরে যেতে এক ঘণ্টা লাগবে। তারপর সেখানে অপেক্ষা করতে হবে এবং নিয়ম অনুযায়ী নিরাপত্তামূলক পরীক্ষা করা হবে। এখানে কেবল গ্যারেজের দরজা খুলে প্লেনে উঠে বসবেন। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে রানওয়েতে ওঠে পড়বেন, আর আকাশে উড়বে আপনার উড়োজাহাজ।' বলেন শহরটিতে গড়ে ওঠা সংগঠন ফ্রেন্ডস অব ক্যামেরন পার্ক এয়ারপোর্টের প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল কুরিচক।

ক্যালিফোর্নিয়ার মধ্যে একটি বিশেষ জেলা এই ক্যামেরন এয়ারপার্ক স্টেটস। পাঁচ সদস্যের নির্বাচিত একটি বোর্ড এটি পরিচালনা করেন। এখানে যেসব মানুষের বাস, তাদের বেশির ভাগই পাইলট। তারা নিজেরাই নিজেদের প্লেন চালান।

জুলিয়া ক্লার্কের বাসও এই শহরে। তিনি আকাশে উড়োজাহাজ নিয়ে নানা কৌশল দেখাতেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী বাণিজ্যিক পাইলটদের একজন তিনি। ১৯৮৩ সাল থেকে এখানে বাস তার। নিজের নষ্ট হয়ে যাওয়া উড়োজাহাজটিকেও জুলিয়া মেরামত করে কাজে লাগান। নিজের অনেক কাজই সেখানে করেন। 'আমার কাজগুলো উড়োজাহাজের ভেতরেই করি।'

স্ক্যাগস জানান, এখানকার যেসব মানুষ গাড়ি ভালোবাসেন, তাদেরও বিশাল হ্যাঙ্গারগুলো পছন্দ। তবে তিনি স্বীকার করেন, এখন শহরে বাস করা শতভাগ লোকই প্রবলভাবে উড়োজাহাজপ্রেমী নয়।